যুগান্তর

মন্ত্রণালয়ের নামে স্কুল থেকে অর্থ নিচ্ছে চক্র

ফাঁদে পা দিয়েছেন অনেক স্কুলপ্রধান

প্রকাশ : ২৩ অক্টোবর ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

রাজশাহী ব্যুরো

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নামে চিঠি দিয়ে রাজশাহী অঞ্চলের স্কুলগুলো থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে একটি চক্র। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এ চক্রের লক্ষ্য। স্কুলের অবকাঠামো উন্নয়নের আশায় এর ফাঁদে পা দিয়ে এরই মধ্যে অনেকে টাকা দিয়েছেন ওই চক্রকে।

ভুক্তভোগী প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা জানিয়েছেন কিছুদিন আগে চিঠি আসে রাজশাহী অঞ্চলের বিভিন্ন উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব পরিচয়ে এম আশরাফুল আলম চৌধুরী স্বাক্ষরিত ওই চিঠিতে বলা হয়, “শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে ‘প্রমোট বিদ্যালয় উন্নয়ন-দ্বিতীয় প্রকল্প’র আওতায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়নে এককালীন ৬ লাখ ২০ হাজার টাকা অনুদান দেয়া হবে।” এজন্য চিঠি পাওয়ামাত্রই মোবাইল ফোনে যোগাযোগের জন্য বলা হয় এতে।

যোগাযোগ করলে সেই ‘আশরাফুল আলম চৌধুরী’ বিদ্যালয় প্রধানদের জানান, স্কুল-কলেজে ছাত্রীদের কমনরুম নির্মাণের জন্য ৬ লাখ ২০ হাজার টাকা দেয়া হবে। তবে এ অর্থ ছাড় করাতে ৫০ হাজার টাকা করে (ঘুষ) দিতে হবে। ওই টাকা (৫০ হাজার) বিকাশে পাঠাতে হবে। এজন্য আশরাফুল বিকাশ নম্বরও দেন।

রাজশাহীর পবা উপজেলার নওহাটা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক আখতার ফারুক বলেন, চিঠি পাওয়ার পর আরও কয়েকটি স্কুল-কলেজের প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তারাও এ চিঠি পাওয়ার কথা জানান।

রাজশাহীর মাসকাটাদীঘি স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক আকতার হোসেন বলেন, চিঠি পেয়ে আমরা আশরাফুল আলম চৌধুরীকে ফোন করি। তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত কথা বলার জন্য আবদুল্লাহ আল মামুন নামের এক ব্যক্তির মোবাইল নম্বর দিয়ে তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। পরে আমরা ওই ব্যক্তির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলে তিনিও অনুদানের টাকা ছাড়ের জন্য ৫০ হাজার টাকা পাঠানোর নির্দেশ দেন। টাকা না পাঠালে অনুদান পাওয়া যাবে না বলেও জানিয়ে দেন তিনি।

পবা উপজেলার কাটাখালী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ মহররম আলী খান বলেন, চিঠিতে বাংলাদেশ সরকারের লোগো, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রমোট প্রকল্প ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের লোগো ব্যবহার করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চিঠি বলা হলেও চিঠির ধরন দেখে সন্দেহ হয়। তবে অন্য প্রতিষ্ঠান প্রধানদের কাছে খোঁজ নিলে জানতে পারি এরই মধ্যে তারা কেউ ২০ হাজার, কেউ ৩০ হাজার বা তার বেশি টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন। পরে বুঝতে পেরে টাকা ফেরত পেতে যোগাযোগ করলে বিকাশ নম্বরগুলো বন্ধ পাওয়া যায়।

খোঁজ নিয়ে আরও জানা গেছে, এ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা পরিচয়ে রাজশাহীর একাধিক স্কুলপ্রধানের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নিয়েছে প্রতারকরা।

পবা উপজেলার নওহাটা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ওমর আলী জানান, এর আগে রাজশাহী জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সাধন কুমারের পরিচয়ে তাকে ফোন করে বলা হয়, তার স্কুলের জন্য ২০টি ল্যাপটপ বরাদ্দ করেছে সরকার। পাশাপাশি ১৭০ শিক্ষার্থীকে বিশেষ উপবৃত্তি হিসেবে প্রতিমাসে দুই হাজার টাকা করে দেয়া হবে। মন্ত্রণালয়ে এ সংক্রান্ত কাগজপত্র তৈরি করতে ৩০ হাজার টাকা লাগবে। ওই টাকা দ্রুত বিকাশের মাধ্যমে পাঠাতে বলা হয়।

এ বিষয়ে রাজশাহী জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোহা. নাসির উদ্দিনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, একসময় প্রমোট নামে এক প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। সে প্রকল্প শেষ হয়ে গেছে অনেক আগেই। এখনও এ প্রকল্পের নামে প্রতারণা করছে একটি চক্র। চক্রের ফাঁদে পা না দিতে সতর্ক করে স্কুলগুলোতে চিঠিও দেয়া হয়েছে। বিষয়টি মন্ত্রণালয়ও জানে। তবে এখন পর্যন্ত এদের বিরুদ্ধে কোনো আইনি ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।